দৈনিক বাংলা

16

19 OCT 1995

তারিখ 18 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শ্রমের বদলে শিক্ষা

দেশের পোশাক শিল্পে কর্মরত ৬০ হাজার শিশুশ্রমিক আগামী পয়লা নবেম্বর থেকে স্কুলে যাবে। তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে বই-খাতা। তারা আর শিশুশ্রমিক থাকবে না। পরিণত হবে স্কুলের শিক্ষার্থীতে। সেটাই তো হওয়া উচিত।

শিশুশ্রমিকদের শিক্ষালাভের সুযোগদানের ব্যবস্থা গ্রহণের ইতিহাস নাতিদীর্ঘ হলেও ঘটনাবহুল। এদেশে রফতানীমুখী পোশাক শিল্পের সূত্রপাত হয় স্বাধীনতার পর। এই শিল্পটি দ্রুত অগ্রগতি লাভ করতে থাকে। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অসংখ্য দরিদ্র শিশুর এই শিল্পে কর্মসংস্থান হয়। আমাদের দেশে শিশুশ্রমবিরোধী আইন থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোন তরফ থেকেই বাধা আসেনি। কেননা, পোশাক শিল্পে কর্মরত শিশুরা কেবল তাদের নিজেদের জন্যই নয়, তাদের পরিবারের জন্যও সেখানে চাকরি নিতে বাধ্য হয়।

গার্মেন্টসে শিশুশ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে অবশ্য আপত্তি আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪ জুলাই বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স ও এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে ইউনিসেফ ও আইএলওর যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয় তার ফলেই আগামী নবেম্বর থেকে পোশাক শিল্পে কর্মরত শিশুরা স্কুলে যাবার সুযোগ পেয়েছে। এই চুক্তির ফলে দেশের ২২৫০টি গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত ৬০ হাজার শিশু শ্রমের পরিবর্তে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হতে যাচ্ছে। স্কুলগামী প্রত্যেক শিশুকে শ্রম ছাড়াই তিন শত টাকা করে ভাতা দেয়া হবে। কোন শিশুশ্রমিকের পরিবারে উপার্জনক্ষম বেকার থাকলে বিজিএমইএ তাদের চাকরি প্রদান করবে।

এটা যে একটি মহতী ব্যবস্থা সে সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। শিশুদের দিয়ে কাজ করানো নীতিবিগর্হিত ও মানবতাবিরোধী। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশনে শিশুশ্রমের বিরোধিতা করা হয়েছে। আমাদের দেশের আইনেও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। কিন্তু এ দেশে দারিদ্র এমন ব্যাপক যে, শিশুদের স্রেফ বেঁচে থাকার জন্যই কাজ করতে হয়। এই অবস্থায় গার্মেন্টস শিল্পের ৬০ হাজার শিশুশ্রমিককে শ্রমের পরিবর্তে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটাকে একটা যুগান্তকারী ঘটনা বলতে হবে। অন্যদিকে এটা কেবল আমাদের দেশের জন্যই নয়, বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কেবল গার্মেন্টস-শিল্পেই নয়, এদেশে আরও অনেক ছোটখাটো কারখানায় অসংখ্য শিশু কর্মরত রয়েছে। তাদেরও যদি শ্রমের বদলে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে একটি আনন্দের বিষয় হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে বলে আশা করছি।

গার্মেন্টসের শিশুশ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনাটি যাতে কোনক্রমেই বাধাপ্রাপ্ত না হয় অথবা বাতিল না হয়; আমরা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের প্রতি সেই আবেদন জানাই।

SHEET ___ OF ___ SHEETS